দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে ঃ জ্যোতিবসু

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারী (বাসস)।— পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারত থেকে এগিয়ে আছে। তিনি সাহিত্যে বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে চমৎকার গবেষণামূলক কাজ সম্পাদনের কথা উল্লেখ করেন।

বুধবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধনকালে জ্যোতি বসু বাংলাদেশের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করেন।

(৮—এর পৃঃ ৫—এর কঃ দ্রঃ)

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাসহ দুই মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে পৌঁছলে ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সিএম শফি সামি ও ডেপুটি হাইকমিশনার জাহাঙ্গীর সাদাত তাদের অভ্যর্থনা জানান।

এর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ডঃ তপন রায় চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা বইমেলা '৯৬—এর উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে জ্যোতি বসু কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান এবং বলেন, প্রথমবারের মত বৃহত্তর পরিসরে বাংলাদেশের অংশগ্রহণে তিনি খুশী হয়েছেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, উভয়পক্ষে এ ধরনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দু'টি দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

দিল্লীতে বিশ্ব বইমেলা

নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থার অপর এক খবরে বলা হয়, বাংলাদেশে ভারত তার বইয়ের বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপারে জোর সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখিকা সেলিনা হোসেন শনিবার প্রগতি ময়দানে নয়দিনব্যাপী বিশ্ব বইমেলার উদ্বোধন অধিবিশেনে বক্তব্য রাখার সময় এই দাবী জানান।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট কবি ডঃ আহমেদ ফারাজ বইমেলার উদ্বোধন করেন। ন্যাশনাল বুক সেন্টারের এনবিটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুকুমার আজিকোরে, এনবিটি'র পরিচালক অরবিন্দ কুমার ও নেপালের ধুসওয়ান স্বামী অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে কবি আহমেদ ফারাজ বইকে শান্তির দূত বর্ণনা করে বলেন, কোন দেশের ভূখন্ডের মধ্যে জ্ঞানকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না।

বাংলাদেশী দল সেখানে সেমিনার ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ ও কবি আল মাহমুদ বাংলাদেশ দলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

বাংলা একাডেমীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেলিনা হোসেন তার বক্তব্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে ভাষা আন্দোলনের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী স্মরণে বাংলা একাডেমী চত্বরে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেন।